



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
রাজস্ব বিভাগ
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

হোল্ডিং কর সংক্রান্ত :

ক্রঃ	সেবাসমূহ	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি	সেবা মূল্য / ফি	কার্যসম্পাদনের সময় সীমা	সেবা প্রাপ্তির স্থান
১)	হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের লক্ষ্যে নির্মিত বাড়ী/ ভবন/ ফ্ল্যাটের বার্ষিক মূল্যায়ন নির্ধারণ	-- বাড়ী/ ভবন/ফ্ল্যাটের মূল্যায়ন The City Corporations (Taxation) Rules 1986 এর ২০(৩) নম্বর বিধি অনুযায়ী উক্ত বাড়ী/ ভবন/ ফ্ল্যাটের সম্ভাব্য বার্ষিক ভাড়া হতে ২ (দুই) মাসের ভাড়া রক্ষণাবেক্ষণ খরচ হিসেবে বাদ দিয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন নিরূপন করা হয়। উক্ত বাড়ী/ভবন/ফ্ল্যাটটি ক্রয়/ নির্মাণের জন্য সরকার, বাংলাদেশ গৃহ নির্মাণ ঋণ দান সংস্থা, তফসিলি ব্যাংক কিংবা অন্য কোন অনুমোদিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে রেজিস্ট্রার্ড মর্টগেজ ডিড এর মাধ্যমে গৃহিত ঋণের বার্ষিক গড় সুদ বাদ দিয়ে বাৎসরিক মূল্যায়ন নিরূপন করা হয়। গৃহিত ঋণের মুঞ্জুরী পত্রের উল্লেখিত মেয়াদকালীন সময়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়। মালিক যদি নির্মিত বাড়ী/ ভবন/ ফ্ল্যাটে কিংবা এর কোন অংশে নিজে বসবাস করেন, তাহলে উক্ত বাড়ী/ভবন/ফ্ল্যাটের কিংবা এর অংশের জন্য সম্ভাব্য ভাড়ার ৪০% বাদ দিয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন নিরূপন করা হয়।	জায়গার মালিককে মালিকানা দলিল, খাজনার রশিদ, পর্চা, ডি.সি.আর/খারিজ খতিয়ান এবং গৃহ নির্মাণ ঋণ থাকলে মুঞ্জুরীপত্র ও মর্টগেজ ডিড দিতে হবে।	---	রাজস্ব বিভাগ কর্তৃক বাড়ী/ ভবন/ ফ্ল্যাটের বার্ষিক মূল্যায়ন নিরূপন এর কার্যক্রম এসেসি/ দখলকার এর নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/ দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৯০ দিনের মধ্যে সম্পাদন করা হবে।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর কর্মকর্তার দপ্তর

ক্রঃ	সেবাসমূহ		সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি	সেবা মূল্য / ফি	কার্যসম্পাদনের সময় সীমা	সেবা প্রাপ্তির স্থান
২)	নিজ বসবাসের সুবিধা প্রদান	--	মালিক যদি নির্মিত বাড়ী /ভবন/ ফ্ল্যাট কিংবা এর কোন অংশে নিজে বসবাস করেন তাহলে উক্ত অংশের জন্য সম্ভাব্য ভাড়ার ৪০% বাদ দিয়ে বার্ষিক মূল্যায়ন নিরূপন করা হয় ।	--	--	--	সংশ্লিষ্ট কর অঞ্চলের কর্মকর্তার দপ্তর
৩)	মুক্তিযোদ্ধাদের সুবিধা প্রদান	--	রাষ্ট্রীয় খেতাব প্রাপ্ত ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন ইমারত বা জমিতে নিজস্ব বসবাসকৃত এবং শহীদ মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে তাদের পরিবারবর্গ কর্তৃক বসবাসকৃত সম্পূর্ণ অংশের উপর হোল্ডিং কর মওকুফ করা হয় এবং অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিংয়ের অবস্থিত ইমারত বা জমির উপরস্থিত ১৫০০ বর্গফুট পর্যন্ত নিজস্ব বসবাসকৃত অংশের উপর ৭% হোল্ডিং কর মওকুফ করা হয় ।	--	--	--	
৪)	কর ধার্যের হার	--	নিরূপিত বাৎসরিক মূল্যায়ন এর উপর ১২% (হোল্ডিং কর ৭%, পরিচ্ছন্ন কর ২% ও বাতি কর ৩%) হারে পৌর কর এসেসিকে প্রতি বৎসর ৪ কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে ।	--	--	--	

ক্রঃ	সেবাসমূহ	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি	সেবা মূল্য / ফি	কার্যসম্পাদনের সময় সীমা	সেবা প্রাপ্তির স্থান	
৫)	ধার্যকৃত করের বিরুদ্ধে নির্ধারিত পি ফরমে আপিল দায়ের	--	ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কর্তৃক হোল্ডিংয়ের ধার্যকৃত বার্ষিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং মালিক নোটিশ প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে The City Corporations (Taxation) Rules, 1986 এর ৭ নম্বর বিধি মতে গঠিত কর পর্যালোচনা পরিষদ এর নিকট নির্ধারিত “পি” ফরমে কারণ উল্লেখ করে আপত্তি দায়ের করতে পারেন। “কর পর্যালোচনা পরিষদ” কর্তৃক হোল্ডিং মালিকের শুনানী গ্রহণপূর্বক ধার্যকৃত বার্ষিক মূল্যায়ন পুনঃ নির্ধারন করা হলে নোটিশ মারফত তা যথারীতি হোল্ডিং মালিককে জানিয়ে দেয়া হয়।	---	--	--	কর কর্মকর্তার দপ্তর
৬)	কর পর্যালোচনা পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যায়নের বিরুদ্ধে বিভাগীয় কমিশনার কোর্টে আপীল দায়ের	--	“কর পর্যালোচনা পরিষদ” কর্তৃক পুনঃনির্ধারিত বার্ষিক মূল্যায়নেও যদি হোল্ডিং মালিক সংশ্লিষ্ট হন, তবে The City Corporations (Taxation) Rules ১৯৮৬ এর ৭(১৩) নম্বর বিধির আওতায় নোটিশ প্রাপ্তির ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে পুনঃ নির্ধারিত বার্ষিক মূল্যায়নের ৭৫% পৌরকর পরিশোধ পূর্বক বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা বরাবরে আপীল দাখিল করতে পারেন। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক ধার্যকৃত মূল্যায়ন পুনঃ নির্ধারন করা হলে তাও যথারীতি হোল্ডিং মালিককে জানিয়ে দেয়া হয়।	--	--	--	বিভাগীয় কমিশনারের দপ্তর

৭)	হোল্ডিং কর পরিশোধ এবং বকেয়া কর আদায় পদ্ধতি :	ক)	আর্থিক বৎসরের শুরুতেই ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন কর্তৃক পৌরকর এর বিল বহি প্রতিটি হোল্ডিং এ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। উক্ত বিল বহিসহ জনতা ব্যাংকের নির্ধারিত শাখায় এসেসী নিজে সরাসরি পৌরকর পরিশোধ করতে পারেন। এছাড়াও এসেসি ইচ্ছে করলে সংশ্লিষ্ট এলাকার রেভিনিউ সুপার ভাইজার এর নিকট কিংবা আঞ্চলিক অফিসে এসে Indoor Collector এর নিকট রশিদ বহির মাধ্যমে পৌর কর পরিশোধ করতে পারেন।	--	--	--	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়
		খ)	হোল্ডিং মালিক হাল সনের পৌর কর (।) ১ম কিস্তি (জুলাই-সেপ্টেম্বর) পরিশোধ করলে ৫% রিবেট (।।) ৩ কিস্তি একত্রে পরিশোধ করলে ৭.৫% রিবেট এবং (।।।) ৪ কিস্তি একত্রে পরিশোধ করলে ১০% রিবেট এর সুবিধা পাবেন।	--	--	--	
		গ)	হাল সনের পৌরকর যথাসময়ে পরিশোধ করা না হলে নির্ধারিত আর্থিক বৎসর পরে হাল সনের বকেয়ার উপর ১৫% হারে সারচার্জ আরোপিত হয়। এরূপ বকেয়া কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত বকেয়ার উপর প্রতিবছর ১৫% হারে সারচার্জ আরোপিত হতে থাকবে।	--	--	--	

		ঘ)	বকেয়া কর আদায়কল্পে বিদ্যমান বিধান মতে ৩দিন/৭দিন/১৫দিন এর মধ্যে কর পরিশোধের নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশের প্রেক্ষিতে কর পরিশোধ না করা হলে হোল্ডিংয়ের ভাড়ার অংশের ভাড়াটিয়ার ভাড়া আটকের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয় অথবা বিধান মতে ৩০(ত্রিশ) দিনের নোটিশে হোল্ডিংয়ের মালামাল ক্রোকের মাধ্যমে বকেয়া কর আদায় করা হয় অথবা ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা দায়ের পূর্বক বকেয়া আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়।				
৮)	হোল্ডিং নম্বর প্রদান		নতুন হোল্ডিং নম্বর এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তা বরাবরে জায়গার মালিককে মালিকানা দলিল, খাজনার রশিদ, পর্চা, ডি.সি.আর সহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্তপূর্বক খালি জায়গা (সীমানা নির্ধারিত থাকতে হবে) অথবা নির্মাণাধীন কাঠামো হলে বার্ষিক মূল্যায়ন ৫,০০০/- টাকা নির্ধারণ করতঃ নতুন হোল্ডিং নম্বর প্রদান করা হয়। যদি জায়গার উপর কোন কাঠামো থাকে সেক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত কাঠামোর বার্ষিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করতঃ হোল্ডিং নম্বর প্রদান করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তা বরাবরে জায়গার মালিককে মালিকানা দলিল, খাজনার রশিদ, পর্চা, ডি.সি.আর/ নামজারী খতিয়ান সহ সাদা কাগজে আবেদন করতে হবে।	হোল্ডিং নম্বরের জন্য ১০,০০০/- টাকা ফি নগদ চেক/পে অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধকৃত টাকার রশিদ প্রদান করা হয়।	প্রয়োজনীয় সকল তথ্য / দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে খালি জায়গার/ নির্মাণাধীন ভবনসহ জায়গার ক্ষেত্রে ১৫ দিনের মধ্যে এবং কাঠামো থাকার কারণে বার্ষিক মূল্যায়ন নির্ধারণ করতঃ ৯০ দিন এর মধ্যে হোল্ডিং নম্বর প্রদান করা হয়।	অঞ্চলের কর কর্মকর্তার দপ্তর

ক্রঃ	সেবাসমূহ	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি	সেবা মূল্য / ফি	কার্যসম্পাদনের সময় সীমা	সেবা প্রাপ্তির স্থান
৯)	হোল্ডিংয়ের নামজারী	ক) খরিদ/দান/ওয়ারিশ সূত্রে আংশিক/সম্পূর্ণ মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং এ নামজারী রেকর্ড সংশোধন করতে ইচ্ছুক হলে আবেদনকারীকে হোল্ডিংয়ের মালিকানা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ নির্ধারিত 'এম' ফরমে সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হয়। প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের পূর্ববর্তী সম্পূর্ণ/আংশিক মালিক এর আপত্তি আছে কিনা তা জানতে চেয়ে নোটিশ প্রদান করা হয়। উক্ত নোটিশ প্রদানের ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপত্তি না এলে নামজারীর আবেদনটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিবেচনা করা হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে উক্ত হোল্ডিং এর পৌরকর হাল সন পর্যন্ত পরিশোধ থাকতে হয়।	খরিদ/দান/ওয়ারিশ সূত্রে আংশিক/সম্পূর্ণ মালিকানা প্রাপ্ত হলে হোল্ডিংয়ের মালিকানা রেজিস্টার্ড দলিল, ভূমি নামজারী, পর্চা, ডিসিআর, খাজনার রশিদ এর সত্যায়িত কপিসহ নির্ধারিত 'এম' ফরমে সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার বরাবরে আবেদন করতে হয়। উল্লেখ্য রাজউক/গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষের নিজস্ব আবাসিক এলাকার জন্য উক্ত দপ্তর সমূহের নামজারীপত্রসহ আবেদন দাখিল করতে হবে।	হোল্ডিং নম্বরের জন্য ১০,০০০/- টাকা ফি নগদ চেক/পে অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হয়। পরিশোধকৃত টাকার রশিদ প্রদান করা হয়।	আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে নামজারী সম্পাদন করা হয়।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কর কর্মকর্তা

১০)	হোল্ডিং পৃথকীকরণ কর	ক)	কোন হোল্ডিংয়ের পৌরকর পরিশোধের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিকগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে হোল্ডিং পৃথক করা হয়ে থাকে। হোল্ডিং মালিকের দাখিলকৃত মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র, সরেজমিনে তদন্ত এবং প্রয়োজনীয় গুনানী গ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিকগণের নামে হোল্ডিং পৃথক করা হয়। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের পৌরকর হাল সন পর্যন্ত পরিশোধ থাকতে হবে।	সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের মালিকগণের মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র /বন্টননামা সহ আবেদন করতে হয়।	---	প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/ দলিলপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে হোল্ডিং পৃথকীকরণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দপ্তর
		খ)	হোল্ডিং পৃথক করতে হলে প্রস্তাব অনুসারে ভূমি অফিস কর্তৃক ইতোমধ্যে আবেদনকারীগণের নামে আলাদা আলাদা নামজারীর স্বপক্ষে পর্চা, নামজারী খতিয়ান, খাজনার রশিদ, হোল্ডিং এর মালিকগণের মধ্যে আপোষ বন্টননামা এবং নক্সাসহ আবেদন করতে হবে।	--	---	--	
১১)	হোল্ডিং ভাঙ্গার রেয়াত	ক)	হোল্ডিং মালিক বিদ্যমান বাড়ীর সম্পূর্ণ কাঠামো ভেঙ্গে ফেলার সময় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত করতঃ ধার্যকৃত পৌরকর মওকুফের আবেদন করলে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংটি সরেজমিনে তদন্তপূর্বক ধার্যকৃত পৌরকর হ্রাস করে বার্ষিক মূল্যায়ন ৫,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বার্ষিক মূল্যায়ন হিসাবে পাওনা পৌরকর অবশ্যই হাল নাগাদ পরিশোধ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য কোন রেয়াত প্রদান করা হবে না।	সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংয়ের হাল নাগাদ কর পরিশোধের রশিদসহ আবেদন করতে হয়	----	আবেদন দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত কর পরিশোধিত থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দপ্তর

১২)	বাড়ী খালি থাকার রেয়াত	ক)	হোল্ডিং মালিক তাঁর বাড়ীর ভাড়ার অংশ খালি থাকলে বাড়ী খালি থাকাকালীন সময় রেয়াত চেয়ে আবেদন দাখিল করতে পারে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হোল্ডিংটি সরেজমিন তদন্তপূর্বক ভাড়ার অংশ কমপক্ষে একাধিকক্রমে ২(দুই) মাস পর্যন্ত খালি থাকলে ভাড়ার অংশের পাওনা করার উপর ৫০% কর রেয়াতের বিধান রয়েছে।	বাড়ীর ভাড়া অংশ খালি থাকা কালীন সময়ের রেয়াৎ চেয়ে আবেদন করতে হয়।	---	সংশ্লিষ্ট হোল্ডিং টি ২ দফায় সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক ৬০ কার্য দিবসের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।	সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দপ্তর
		খ)	কোন অবস্থাতেই আবেদন দাখিলের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য রেয়াত দেয়া হয় না		---	--	
১৩)	হোল্ডিং কর সমন্বয়	ক)	কর দাতা কর্তৃক অতিরিক্ত পরিশোধিত করের টাকা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধিত রশিদের ফটোকপিসহ সমন্বয়ের জন্য আবেদন করতে পারেন।	--	--	--	সংশ্লিষ্ট কর কর্মকর্তার দপ্তর



ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
রাজস্ব বিভাগ
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেন চার্টার)

উন্নয়নের গণতন্ত্র
শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র

ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়ন সংক্রান্ত

ক্রঃ	সেবাসমূহ	সেবা প্রদান পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি	সেবা মূল্য / ফি	কার্যসম্পাদনের সময় সীমা	সেবা প্রাপ্তির স্থান
১	ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পেশা, ব্যবসা-বানিজ্য এবং জীবিকা বৃদ্ধির উপর আদর্শ কর তফসীল/১৬ মতে নির্ধারিত হারে ফি আদায়পূর্বক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।	<ul style="list-style-type: none">ট্রেড লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ফরমে ব্যবসার ধরন, স্থান, স্থায়ী/বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি উল্লেখ পূর্বক ৩ (তিন) কপি ছবি, ভাড়ার চুক্তিপত্র ও ভাড়ার রশিদ/ নিজস্ব হোল্ডিং হলে কর পরিশোধের রশিদসহ কর কর্মকর্তা বরাবরে আবেদন করতে হয়।বিনামূল্যে আবেদন ফরম ডিএনসিসির (www.dncc.gov.bd) এ পাওয়া যায়	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে(www.dncc.gov.bd) প্রদত্ত আদর্শ কর তফসিল, ২০১৬ অনুযায়ী নির্ধারিত ব্যবসার ধরন অনুকূলে নির্ধারিত ফি এবং নতুন বহি মূল্য ২০০/টাকা প্রদান করতে হবে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট ও উৎস কর ৫০০/- টাকা সরকারি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে লাইসেন্সধারী কর্তৃক নির্ধারিত সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হয়। চালানের কপি ট্রেড লাইসেন্স শাখায় জমা দিতে হবে।	প্রয়োজনীয় সকল তথ্য/ কাগজপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে 'কে' ফরমে দাখিলকৃত আবেদন ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়। 'আই' ফরমে দাখিলকৃত আবেদন স্বাস্থ্য বিভাগসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়।	সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের লাইসেন্স শাখা ও কর কর্মকর্তার দপ্তর
			উল্লেখ্য যে, হোটেল, রেস্টোরা, গার্মেন্টস ব্যবসা, ডায়গোনস্টিক সেন্টার, শিল্প কারখানা ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস, পরিবেশ অধিদপ্তর / স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কিত ছাড়পত্র ও পার্শ্ববর্তী হোল্ডিং কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রয়োজন হয়।			

		পরবর্তীতে ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স এর বৎসর ভিত্তিক নবায়ন সোনালী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় নির্ধারিত নবায়ন ফি জমা প্রদানের মাধ্যমে করা যাবে।				
২	ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন	<ul style="list-style-type: none"> ■ ইস্যুকৃত লাইসেন্স প্রতিবছর নবায়নযোগ্য। ■ নবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট ও উৎস কর ৫০০/- টাকা সরকারি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে লাইসেন্সধারী কর্তৃক নির্ধারিত সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হবে এবং নির্ধারিত ব্যাংক ফি প্রদান করে ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন করতে হবে। <p>তাছাড়া নবায়ন বিহীন ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব বিভাগে বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি জমা দান সপেক্ষে হাল সনের ফি নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান পূর্বক নবায়ন করা হয়।</p>	---	ইস্যুকৃত ট্রেড লাইসেন্স বহিতে ব্যবসার ধরন অনুযায়ী নির্ধারিত ফি /ভ্যাট /উৎস কর ব্যাংকে জমা দিতে হবে।	-----	----
৩	যে সকল এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয় না	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আবাসিক এলাকায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।	----	----	---	---

ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির খুঁটিনাটি

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন প্রতিটি ওয়ার্ডের বাণিজ্যিক এলাকার জন্য আর্দশ কর তফসিল ,২০১৬ অনুযায়ী ব্যবসার ধরন অনুযায়ী পৃথক পৃথক ট্রেড লাইসেন্স ফি এর চার্ট রয়েছে।
নগরবাসির সুবিধার্থে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে(www.dncc.gov.bd) আর্দশ কর তফসিল,২০১৬ এর গেজেট দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আপনার ব্যবসার ধরন অনুযায়ী কোন ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স ফি কত?

ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির পদ্ধতি

- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে(www.dncc.gov.bd) ট্রেড লাইসেন্স এর আবেদন ফরমের সাথে ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি,বিবেচ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা স্থানের ভাড়ার রশিদ/ভাড়ার চুক্তিপত্র অথবা ব্যবসার স্থান নিজস্ব হলে হোল্ডিং কর পরিশোধের কপিসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জামানদান সাপেক্ষে লাইসেন্স সুপারভাইজার কর্তৃক সরেজমিন তদন্ত পূর্বক সঠিক মর্মে পাওয়া গেলে ৩(তিন) দিনের মধ্যে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।
- উল্লেখ্য যে, হোটেল, রেস্টোরা গার্মেন্টস ব্যবসা,ডায়গোনস্টিক সেন্টার, শিল্প কারখানা ইত্যাদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ফায়ার সার্ভিস,পরিবেশ অধিদপতর /স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কিত ছাড়পত্র ও পার্শ্ববর্তী হোল্ডিং কর্তৃক অনাপত্তি পত্র প্রয়োজন হয়।
- ডিএনসিসির ৫টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগের কর কর্মকর্তা ও বাজার শাখার কর কর্মকর্তা কর্তৃক ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু করা হয়।
- নব সৃষ্ট ৫টি অঞ্চলের ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।। অচিরেই টেড লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক লাইসেন্স এর ফটোকপি (শিল্প কারখানার ক্ষেত্রে)

বিঃদ্র: সতুজ্ঞ সকল কাগজপত্র সত্যায়িত হইতে হবে। (প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা/ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক)

নবায়ন পদ্ধতি :

- ইস্যুকৃত লাইসেন্স প্রতিবছর নবায়নযোগ্য।
- ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে বিগত ২০০৩ সন হতে ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখায় ফি পরিশোধের মাধ্যমে টেড লাইসেন্স হালসন পর্যন্ত নবায়ন করা হচ্ছে।
- তাছাড়া দীর্ঘ মেয়াদে নবায়ন বিহীন ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রাজস্ব বিভাগে বকেয়া ট্রেড লাইসেন্স ফি জমা দান সাপেক্ষে হাল সনের ফি নির্ধারিত ব্যাংকে জমাদান পূর্বক নবায়ন করা হয়।
- ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট ও উৎস কর ৫০০/- টাকা সরকারি ট্রেজারী চালানোর মাধ্যমে লাইসেন্সধারী কর্তৃক নির্ধারিত সোনালী ব্যাংক শাখায় জমা প্রদান করতে হয়। চালানোর কপি ট্রেড লাইসেন্স শাখায় জমা দিতে হবে।
- এডিবি'র অর্থায়নে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন আরবান প্রাইমারী এন্ড এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ ৭টি সিটি কর্পোরেশনে ট্রেড লাইসেন্সসহ রাজস্ব বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। কার্যক্রম সম্পূর্ণ হলে অনলাইনে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তির বিষয়টি আরোও সহজতর হবে।

যে সকল এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয় না

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আবাসিক এলাকায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ এবং রাজউক কর্তৃক আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু ও নবায়নের বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ডিএনসিসিতে দোকান বরাদ্দের নিয়ম

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মার্কেট উপ-আইন/২০১৩ অনুযায়ী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব মার্কেটের দোকান বরাদ্দ/ইজারা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ৭৫% দোকান বরাদ্দের আবেদনকারীদের মধ্যে; এবং বাকী ২৫% দোকান :

(১) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান মুক্তিযোদ্ধা বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যদের মধ্যে;

(২) ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) দোকান শিল্প সাহিত্য, সংগীত, সমাজসেবা, শিক্ষা, ইত্যাদি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিয়াছেন বা অন্য কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবদান রাখিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিকে বা তাহার পরিবারের কোন সদস্যদের মধ্যে;

(৩) ২% (শতকরা দুই ভাগ) দোকান প্রতিবন্ধীদের মধ্যে;

(৪) ৩% (শতকরা তিন ভাগ) দোকান, কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার বিভাগে কর্মরত স্থায়ী কর্মকর্তা, কর্মচারীদের মধ্যে

চাকুরীকালীন সময়ে কেউ দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া মৃত্যুবরণ করিলে বা পংগুত্ব বরণ করিলে বা আকস্মিক বা অস্বভাবিক মৃত্যুবরণ করিলে তাহাদেরকে বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে তাহাদের পোষ্যদের মধ্যে;

১০% (শতকরা দশ ভাগ) দোকান মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক সরাসরি উপযুক্ত আবেদনকারীগণের মধ্যে বরাদ্দের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে। উন্মুক্ত লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অগ্রাধিকার পাবেন। উল্লেখ্য, ক্ষতিগ্রস্ত বলতে কর্পোরেশন কর্তৃক কোন স্থানে পাবলিক মার্কেট নির্মাণের পূর্বে উক্ত স্থানে বিদ্যমান দোকানের বৈধ মালিককে বুঝাবে।

- দোকান বরাদ্দ প্রাপক দোকান সাব-লেট প্রদান করতে ইচ্ছুক হলে হাল নাগাদ ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, ট্রেডলাইসেন্সের কপি এবং অঙ্গীকার নামাসহ আবেদন করবেন। আবেদন বিবেচিত হলে সাব-লেট প্রদানের জন্য ৩(তিন) মাসের সম-পরিমাণ ভাড়া অনুমতি ফিস হিসেবে আদায় করা হবে।
- ডিএনসিসিতে কোন মার্কেট নির্মিত হলে দোকান বরাদ্দের লক্ষ্যে পত্রিকায় শর্তাবলীসহ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়।
- ডিএনসিসির ভান্ডার ও ক্রয় বিভাগ হতে ১০০০/-টাকা মূল্যে দোকান বরাদ্দের আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হয়।
- আবেদন পত্রের সাথে সালামীর ৫০% টাকার পে-অর্ডার ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি জমা প্রদান করতে হয়।
- সাময়িক বরাদ্দপত্র প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে কোনো বরাদ্দ প্রাপক দোকানের বরাদ্দ গ্রহণে অপারগতা জানাইলে উক্ত দোকান বরাদ্দ পাইবার জন্য কেবল ১ (এক) জন আবেদনকারী অবশিষ্ট থাকিলে উক্ত আবেদনকারীকে এবং একাধিক আবেদনকারী থাকিলে উহা অনুচ্ছেদ ৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লটারীর মাধ্যমে বরাদ্দ প্রদান করিতে হইবে।
- উপ আইন, ২০১৩ মতে বর্ণিত সমিতি নিজস্ব অর্থে দোকান নির্মাণ করিতে চাহিলে কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ও কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিজাইন অনুসারে উহা করিবার অনুমতি প্রদান করা যাইবে।
- কর্পোরেশন নির্ধারিত সালামির সমুদয় অর্থ পরিশোধের ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে বরাদ্দ প্রাপককে চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র প্রদান করিবে।
- কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাদ্দ প্রাপকের সহিত কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ফরম অনুসরণে একটি বরাদ্দ চুক্তিপত্র সম্পাদন করিবেন।
- কোনো বরাদ্দ প্রাপক যদি দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় কর্পোরেশনের নিকট সমর্পণ (Surrender) করেন, তাহা হইলে সালামীর অর্থের ৫% (শতকরা পাঁচ ভাগ) কর্তন সাপেক্ষে, উক্ত বরাদ্দ বাতিল করিয়া সমর্পণের ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে তাহাকে অবশিষ্ট অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে।
- কোনো বরাদ্দ গ্রহীতা দোকানের দখল বুঝিয়া পাইবার ১২০ (একশত বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ব্যবসা শুরু করিবেন।
- দোকান বরাদ্দ প্রাপককে মার্কেট উপ আইন, ২০১৩ মতে বরাদ্দ দোকানের ব্যবসা পরিচালনা করিতে হইবে।